গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
পাবনা সদর, পাবনা

স্মারক নং-উশিঅ/সদর/পাবনা/৪৩৫ তারিখ ঃ ১০/০৫/২০২২খ্রিঃ

বিষয় ঃ জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২১ অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ১০/০৫/২০২২ তারিখের উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আয়োজিত পাবনা সদর উপজেলা পর্যায়ের জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০২১ নিম্নলিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে ঃ

প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ ঃ (শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক ঃ তারিখ- ১৯/০৫/২০২২ তারিখ সকাল ৯.৩০ টা হতে, স্থান- উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, সদর, পাবনা)

শিক্ষা বিষয়ক ঃ

ক্রম	বিষয়	বিভাগ
১।	বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো বিষয়ক সাধারন জ্ঞান	ক+খ+গ বিভাগ
২।	উপস্থিত অভিনয়	ক+খ+গ বিভাগ
৩।	আবৃত্তি	ক+খ+গ বিভাগ
৪।	উপস্থিত বক্তৃতা	খ ও গ বিভাগ
৫।	কেরাত (বাংলা তরজমাসহ)	ক+খ+গ বিভাগ
৬।	শিশু সাহিত্য : ধারাবাহিক গল্প বলা	খ ও গ বিভাগ

সাংস্কৃতিক বিষয়ক ঃ

সংগীত ঃ

৭।	দেশাত্ববোধক সংগীত	ক+খ+গ বিভাগ
৮।	রবীন্দ্র সংগীত	ক+খ+গ বিভাগ
৯।	নজরুল সংগীত	ক+খ+গ বিভাগ
১০।	ছড়াগান	ক ও খ বিভাগ
১১।	ভাবসংগীত : (লালনগীতি/মুর্শিদী/হাসনরাজার গান/রাধারমন দত্তের গান)	ক+খ+গ বিভাগ
১২।	লোকসংগীত যে কোন অঞ্চলের আঞ্চলিক গান)	ক+খ+গ বিভাগ
১৩।	হামদ/না'ত	ক+খ+গ বিভাগ
১৪।	উচ্চাঙ্গ সংগীত	ক+খ+গ বিভাগ
১৫।	তবলা	ক+খ+গ বিভাগ
১৬।	দোতারা/সেতার/সরদ/বাঁশি/কী-বোর্ড/বেহালা/ গিটার (স্প্যানিস/হাওয়াইন অ্যাকুস্টিক) (যে কোন একটি)	ক+খ+গ বিভাগ

নৃত্য ঃ

ক্রম	বিষয়	বিভাগ
১৭।	মণিপুরী নৃত্য	ক+খ+গ বিভাগ
১৮।	কত্থক নৃত্য	ক+খ+গ বিভাগ
১৯।	ভরত নাট্যম	ক+খ+গ বিভাগ
২০।	সৃজনশীল নৃত্য (সাধারণ)	ক+খ+গ বিভাগ
২১।	লোক নৃত্য	ক+খ+গ বিভাগ
২২।	**চিত্রাঙ্কন ঃ** (জল রং/প্যাস্টেল রং/পোস্টার রং)	
	আমার দেখা বাংলাদেশ	ক বিভাগ
	বাঙালীর উৎসব	খ বিভাগ
	উন্নয়নের বাংলাদেশ	গ বিভাগ

কুটিরশিল্প/বিজ্ঞানযন্ত্র ঃ

২৩।	কুটির শিল্প বাশঁ-বেতের ব্যবহারের সামগ্রী তৈরি/মাটির কাজ	খ ও গ বিভাগ
২৪।	বিজ্ঞানযন্ত্রের উদ্ভাবন বা বিজ্ঞান প্রজেক্ট	খ ও গ বিভাগ

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ ঃ (ক্রীড়া বিষয়ক ঃ তারিখ- ১৭/০৫/২০২২ তারিখ সকাল ৯.৩০ টা হতে, স্থান- শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম, সদর, পাবনা)

(প্রতিটি বিষয়ে বালক ও বালিকার প্রতিযোগিতা পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

২৫। দাবা
২৬। ব্যাডমিন্টন
২৭। ১০০ মিটার দৌড়
২৮। উচ্চ লাফ
২৯। দীর্ঘ লাফ
৩০। ১০০ মিটার মুক্ত সাঁতার

প্রতিযোগিতা চলাকালীন পালনীয় বিষয়াদি ঃ

১.শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক ঃ

১.১ এই প্রতিযোগিতা ৩টি বিভাগে বিভক্ত। সকল প্রতিযোগিতা হবে একক।
'ক' বিভাগ ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত, 'খ' বিভাগ ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত এবং 'গ' বিভাগ ৯ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত।

১.২ আবৃত্তির জন্য নির্ধারিত কবিতা মুখস্ত আবৃত্তি করতে হবে। বই দেখে আবৃত্তি গ্রহণ করা হবে না।
নির্ধারিত কবিতা-'ক' বিভাগ**"যদি আমি-শামসুর রহমান"**,'খ' বিভাগ **"সেই মুখ খানি কবিতার বড় ছিল-কামাল চৌধুরী"** এবং 'গ' বিভাগ**" আমার পরিচয়-সৈয়দ শামসুল হক"**।(কবিতা পত্রের অপর পৃষ্ঠায় সংযুক্ত)

১.৩ অভিনয় উপস্থিতভাবে করতে হবে। প্রতিযোগিতার সময় বিচারকমন্ডলী কর্তৃক প্রদত্ত বিষয়ে ৫ মিনিট অভিনয় করে দেখাতে হবে।

১.৪ উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার সময় প্রতিযোগীদের বিষয়বস্তু জানানো হবে। ৫ মিনিট চিন্তাভাবনার পর ৪ মিনিট বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পাবে।

১.৫ সকল নৃত্য পরিবেশনের নির্ধারিত সময় ৫ মিনিট। সৃজনশীল নৃত্য ও লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে সংগীতটি অবশ্যই বাংলাদেশের শিল্পীর কণ্ঠে হতে হবে এবং দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। নৃত্য প্রতিযোগীতায় মিউজিকের জন্য সিডি প্লেয়ার/মিউজিক প্লেয়ার সঙ্গে আনতে হবে এবং প্রস্তুত রাখতে হবে।

১০/০৫/২০২২

১.৬ সংগীত প্রতিযেগিতায় বাদ্যযন্ত্র ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগী প্রতিযোগীকে আনতে হবে।

১.৭ প্রতিযোগী যে সকল সংগীত,নৃত্য ও অভিনয় পরিবেশন করবে তার বিষয়বস্তু আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির পরিপূরক হতে হবে।

১.৮ **"বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো"** বিষয়ের প্রতিযোগীদের বঙ্গবন্ধু,মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। এই প্রতিযোগিতা লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

১.৯ কুটিরশিল্প/মাটির কাজ/বিজ্ঞানযন্ত্র উদ্ভাবন প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে এবং বিচারকমন্ডলীর সামনে তার নির্মাণশৈলী প্রর্দশন করতে হবে। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় শুধু কাগজ সরবরাহ করা হবে। অন্যান্য উপকরণ প্রতিযোগীকে আনতে হবে।

২. ক্রীড়া বিষয়ক ঃ

২.১ ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ০১.০১.২০০৮ থেকে ৩১.১২.২০১৪-এর মধ্যেহতে হবে। উচ্চতা ৪-১০" এর অধিক হতে পারবে না। উচ্চতার ক্ষেত্রেও নির্ধারিত মাপ রেজিস্ট্রেশনের দিন থাকতে হবে। ছেলে ও মেয়ে শিশুদের প্রতিযোগিতা পৃথক-পৃথকভাবে আয়োজন করা হবে।

২.২ সকল প্রতিযোগিতা হবে একক:দলগত নয়।

প্রতিযোগিতার অন্যান্য নিয়মাবলী ঃ

ক) বয়স সীমা ও শ্রেণি প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট থেকে সনদপত্র ও জন্মনিবন্ধন সনদপত্র আনতে হবে।

খ) সমগ্র প্রতিযোগিতায় একজন প্রতিযোগী ০৩টির বেশি বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেনা।

গ) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের প্রতিযোগিতা রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। বিচারক,পরিচালনা কমিটির সদস্য,সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগীর বাদ্যযন্ত্র সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতিত কেউ উক্ত কক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না।

ঘ) সকল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই বিচারকমন্ডলী এবং প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ঙ) সকল প্রতিযোগিতা প্রচলিত ও অনুমোদিত নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার সময়সূচী ঃ

ক্রীড়া বিষয়ক ঃ তারিখ- ১৭/০৫/২০২২ তারিখ সকাল ৯.৩০ টা হতে, স্থান- শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম, সদর, পাবনা।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক ঃ তারিখ- ১৯/০৫/২০২২ তারিখ সকাল ৯.৩০ টা হতে, স্থান- উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, সদর, পাবনা।

বিঃদ্র ঃ **প্রতিযোগীদের তালিকা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আগামী ১৬/০৫/২০২২ তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিস, পাবনা সদর, পাবনায় জমা দিতে অনুরোধ করা হলো।**

(মোঃ সাইফুল রহমান)
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
পাবনা সদর, পাবনা।

স্মারক নং-উশিঅ/সদর/পাবনা/৪৩৫ তারিখ ঃ ১০/০৫/২০২২ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ-

১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পাবনা সদর, পাবনা।

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা সদর, পাবনা।

৩। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পাবনা।

৪। জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, পাবনা।

৫। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পাবনা সদর, পাবনা।(মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের প্রধানদেরকে অবগতি ও প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে)

৬। সহাকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সকল), পাবনা সদর, পাবনা (প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের প্রধানদেরকে অবহিত করনের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৭। জনাব, ..., পাবনা সদর, পাবনা।

৮। অধ্যক্ষ/সুপার/প্রধান শিক্ষক,.....সরকারী প্রাথমিক/কেজি/উচ্চ বিদ্যালয়/মাদ্রাসা, পাবনা সদর, পাবনা।

৯। সংরক্ষণ নথি।

(মোঃ সাইফুল রহমান)
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
পাবনা সদর, পাবনা।

আবৃত্তির জন্য নির্ধারিত কবিতা

ক বিভাগ

যদি আমি

শামসুর রাহমান

মামণিটার চোখ এড়িয়ে
গলির মোড়ের পুল পেরিয়ে
রোদের সাথে বুক মিলিয়ে
পাখনা-ভরা রং বিলিয়ে

এখান থেকে অনেক দূরে
যদি আমি যেতাম উড়ে
প্রজাপতির মতো,
কেমন মজা হ'ত?

পাড়ার সবাই গোল থামালে,
বাবা বইয়ে চোখ নামালে
চুপটি করে ঘোর আঁধারে
যেতাম যদি বন-বাদাড়ে

রাতটা হ'লে বেজায় কালো,
যদি আমি দিতাম আলো
জোনাকপোকার মতো,
কেমন মজা হ'ত?

রাত দুপুরে ঘুম পালালে,
তারার রানি দীপ জ্বালালে,
দরজা খুলে এক নিমেষে
যেতাম ছুটে দেশ-বিদেশে।

যেতাম যদি ঘোড়ায় চ'ড়ে
টগবগিয়ে তেপান্তরে
লাল কমলের মতো,
কেমন মজা হ'ত?

খ বিভাগ

সেই মুখ খানি কবিতার বড় ছিল

কামাল চৌধুরী

সেই মুখখানি স্বাধীনতা প্রিয় ছিল
সেই মুখখানি মিছিলে মানব হতো
উত্থিত হাতে স্লোগানে চলায় মিলে
সেই মুখখানি অগ্নির সাথি ছিল।

আমার কান্না বিষাদের কালো দিনে
সেই মুখখানি একা মহীরুহ ছিল
মরী ও মড়কে মানুষের তাঁবে
সেই মুখখানি পৃথিবীর প্রেম ছিল।

তাঁর চলা ছিল পদ্মার জলস্রোত
হু-হু বেগে এসে ধুয়ে নিত সব গ্লানি
তাঁর বলা ছিল মেঘে বিদ্যুতে ডাক
স্লোগানে মিছিলে শঙ্কিত হয়ে থাকা
সেই মুখখানি আমাদের পিতা ছিল।
আমার স্বদেশে রক্তের ঘোলা জলে
তাঁর হাত দুটো উদ্যত রাইফেল
যুদ্ধে বারুদে শহিদের লাশ ছুঁয়ে
শিবিরে শিবিরে সকল রণাঙ্গনে
সেই মুখখানি স্বদেশের ছায়া ছিল।
সেই মুখখানি আঁকতে চেয়েছি কতো।

আঁকতে পারি না, আঁকতে পারি না হায়
এখানে আমার শব্দেরা সব কাঁদে
ব্যর্থতা নিয়ে জেগে থাকে সারারাত।

যুদ্ধে মিছিলে মৃত্যু বারুদে মাখা
সেই মুখখানি কবিতার বড় ছিল।

গ বিভাগ

আমার পরিচয়

সৈয়দ শামসুল হক

আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে কোথা থেকে তুমি এলে?

আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে।
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে।
আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।

এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার থেকে।
এসেছি বাঙালি জোড়বাংলার মন্দির-বেদি থেকে।
এসেছি বাঙালি বরেন্দ্রভূমে সোনা মসজিদ থেকে।
এসেছি বাঙালি আউল-বাউল মাটির দেউল থেকে।

আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারো ভুঁইয়ার থেকে
আমি তো এসেছি কমলার দিঘি মহুয়ার পালা থেকে।
আমি তো এসেছি তিতুমীর আর হাজী শরীয়ত থেকে।
আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার থেকে।

এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেনের থেকে।
এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে।
এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে।
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।